দৈনিক বাংলা

তারিখ ৮।৩।৮১
092

নয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশের অবশিষ্টাংশ

[১৯৮১ সনের ২ নম্বর প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশের আংশিক বিবরণ গতকালের (শনিবার) ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য (রবিবার) অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করা হইল।]

"৩। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা পৌরসভা এলাকার জন্য পৃথক স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (অথরিটি) গঠিত হইবে এবং এই সকল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন। পৌর এলাকার স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষে নির্দিষ্টসংখ্যক পৌর কমিশনার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা কর্তৃপক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না।

"৪। যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ঢাকা পৌর করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেইগুলি পুনরায় সরকারের নিকট হস্তান্তরিত বলিয়া গণ্য হইবে।"

অধ্যাদেশ-এর সর্বশেষ এবং ১৭ নম্বর ধারায় বলা হয় যে, "বাতিলকরণ—এতদ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা (ঢাকা পৌর করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরকরণ) আইন/১৯৮০ (১৯৮০ সালের ৪৩ নম্বর আইন) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ/১৯৮১ (১৯৮১ সালের ১নং অধ্যাদেশ) বাতিল করা হইল।" অধ্যাদেশ-এর ৬ নম্বর (স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষসমূহের দায়িত্ব ও কার্যাবলী) ধারার (ক) উপধারায় বলা হইয়াছে, "প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক এবং কর্মচারী নিয়োগ, কর্মে বহাল, পদোন্নতি প্রদান এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা অধ্যাদেশের অবশিষ্টাংশ

(৩য় পৃঃ পর)

বদলী এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি-১৯৭৬ মোতাবেক শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

আবার ৭ নম্বর (সরকারের ক্ষমতা) ধারার (২) উপধারায় বলা হইয়াছে, "সরকার প্রাথমিক শিক্ষকগণকে এক স্থানীয় এলাকা হইতে অন্য স্থানীয় এলাকায় বদলী করিতে পারিবেন।"

১২ নম্বর ধারায় বলা হয়, "সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত সকল শিক্ষক ও কর্মচারী সরকারী কর্মচারী হইবেন।"

১৫ নম্বর ধারায় আছে, "সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।"

গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুই দফায় সরকারী পক্ষ ও প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধিদের প্রায় ৯ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পরে গত শুক্রবার সচিবালয়ে কনফারেন্স কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে দুপুর সোয়া ১টা হইতে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সোয়া ৪ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে সরকারী পক্ষে কৃষি ও বন দফতরের মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্ণেল (অবঃ) মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন, স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুস সালাম, শিক্ষা সচিব কাজী ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন ও আইন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল আলোচনায় সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠকে বিএনপি'র পক্ষ হইতে দলের যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট জুলমত আলী খান ও জনাব ফেরদৌস আহমদ কোরেশী এবং অপর একজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাসস, এনাকে এক ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারী রাখা, অর্ডিন্যান্স ও আইন বাতিল, তাঁহাদিগকে পেনশন ও গ্রাচুয়িটি প্রদানের দাবী পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে "প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে সম্মত হইয়াছেন"।

গত শুক্রবার দুপুর সোয়া ১টা হইতে সোয়া ৪ ঘণ্টাব্যাপী এক-টানা বৈঠকের পরে সরকারী কর্মকর্তা ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধিদের বৈঠকের চুক্তিপত্রটি এইরূপ :

অদ্য ৬ই মার্চ, ১৯৮১ প্রধানমন্ত্রীর কনফারেন্স কক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের এক যুক্ত বৈঠক জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ এবং মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

"১। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রস্তাবিত (The Primary Education Ordinance 1981) প্রকাশ ও প্রচারে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে।

"২। উপরোক্ত আইন ৭ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখ অথবা তৎপূর্বে প্রণয়ন এবং প্রকাশ করার সাথে সাথে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আহূত সকলপ্রকার আন্দোলন, ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি যাবতীয় কর্মসূচী উপরোক্ত সমিতি প্রত্যাহার করিবেন এবং সকল প্রাথমিক শিক্ষকের আগামী ৯ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখে কাজে যোগদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আহ্বান জানাইবেন।

"৩। ধর্মঘটকালীন সময়ের দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কোন প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক নেওয়া হইবে না। ধর্মঘটকালীন সময়ের জন্য (৯ই মার্চ পর্যন্ত) প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি পূর্ণভাবে পাইবেন এবং কন্টিনিউটি অব সার্ভিস ব্যাহত হইবে না।

"৪। প্রাথমিক শিক্ষকদের ১-৭-৭৩ তারিখের সরকারীকরণের পূর্বকালীন চাকুরীর সময়কালের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সরকারী চাকুরী হিসাবে গণ্য করিয়া পেনশন ও গ্রাচুইটি হিসাবের জন্য সংযোজিত হইবে এবং সরকারী কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য আইন মোতাবেক সকল সুবিধা দেওয়া হইবে।

"৫। উপরোল্লেখিত যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অদ্যই সকল প্রচার মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইবে।"

এই চুক্তিপত্রের বক্তব্যের নীচে সংশ্লিষ্ট দুইজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এবং অধ্যাপক আযাদ সহ সমিতি প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করিয়াছেন।